ইউনিট - ১১

উপাখ্যান - ১

ভূমিকা *ধর্মের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, আচরণ পদ্ধতি আলোচনা দ্বারা বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করা যায়; আবার বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে সংগৃহীত ভগবানের লীলা, অবতাররূপে ঈশ্বরের কর্মকাণ্ড, মহাপুরুষদের জীবনের নানা কাহিনী বা উপাখ্যান থেকেও ধর্মের সারবস্তুর কথা জানা যায়। ধর্মগ্রন্থে বিধৃত উপাখ্যানসমূহ থেকে আমাদের নীতিবোধ জাগ্রত হয় এবং জাগ্রত নীতিবোধ আরও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে । তখন কু-প্রবৃত্তি দূর হয় এবং মানুষের মধ্যে জাগ্রত হয় মহানুভবতা ও দেবত্ব। ধর্মগ্রন্থের উপাখ্যান পাঠ করলে আমরা আনন্দ পাই এবং আনন্দের মধ্যদিয়ে শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হয়।*

আলোচ্য ইউনিটে তিনটি উপাখ্যান আছে। যথা- জীবসেবা, জীবোদ্ধার ও পরহিতে আত্মত্যাগ। প্রতিটি উপাখ্যানকে দুটি করে পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে এবং পাঠ দুটি থেকে একটি উপাখ্যান সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যাবে।

'জীবসেবা' উপাখ্যানে সিদ্ধার্থ (গৌতমবুদ্ধ) জীবসেবার একটি আদর্শ স্থাপন করেছেন। 'জীবোদ্ধার' উপাখ্যানে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু নবদ্বীপে জগাই-মাধাই নামক দুজন পাপীকে উদ্ধার করেছেন। 'পরহিতে আত্মত্যাগ' উপাখ্যানে দধীচি মুনি নিজের জীবন দিয়ে দেবতাদের কল্যাণ করেছিলেন। এসকল আদর্শ আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অনুসরণীয় ।

পাঠ-১ জীবসেবা-১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঈশ্বর যে জীবের মধ্যে আত্মারূপে বাস করেন, তা বলতে পারবেন।
- জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গৌতমবুদ্ধের জীবসেবা সম্পর্কে প্রদত্ত উপাখ্যানের একটি অংশ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিকে জীব বলা হয়। উদ্ভিদকেও জীব বলে। কারণ এদের জীবন আছে। যাদের জীবন বা প্রাণ আছে তারাই জীব।

ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি আত্মারূপে জীবের মধ্যে বাস করেন। তাই আমরা যখন কোন জীবের সেবা করি, তখন জীবের সেবার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা হয়ে যায়। জীবের মধ্যে আত্মা রূপে ঈশ্বর আছেন, একথা কেউ যদি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার কাছে আর আপন-পরের ভেদাভেদ থাকে না। তখন অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে হয়। অন্যের আনন্দে নিজের আনন্দ হয়। অপরের দুঃখ দূর করতে তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন না। জীবের জন্য এমনভাবে কাজ করাকেই বলা হয় জীবসেবা।

যুগে যুগে মহাপুরুষেরা জীবসেবার অমর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। জীবসেবার এমন একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের জীবনের একটি কাহিনীতে।

গৌতমবুদ্ধ শান্তি, মৈত্রী, অহিংসা করুণার বাণী প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, জীবকে ভালবাস, জীবের সেবা কর। জীবসেবার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।
তিনি ছিলেন রাজপুত্র।
কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন ছিলেন তাঁর পিতা।
রাজপুত্র হয়েও তিনি বিলাস-ব্যাসনের জীবন পরিত্যাগ করে মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে ভেবেছেন। মানুষ যাতে দুঃখ থেকে মুক্তি পায়, মানুষ যাতে শান্তি পায় তার উপায় খুঁজে বের করার জন্য কঠোর সাধনা করেছেন।
শুধু মানুষ নয়, পশু-পাখিসহ সকল প্রকার জীবের জন্যও তাঁর মমতা ছিল অপরিসীম।
ছোটবেলা থেকেই তাঁর মধ্যে জীবসেবার প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। গৌতমবুদ্ধের বাল্যনাম ছিল সিদ্ধার্থ। একদিন বিকেল বেলা। সিদ্ধার্থ বসে আছেন একটি বাগানে। বাগানে অনেক ফুল গাছ। ফুলের গন্ধে চারদিক ভরপুর। রকমারি ফুলের বিচিত্র রঙের দিকে তাকিয়ে আছেন সিদ্ধার্থ। আশ-পাশের গাছগুলো থেকে ভেসে আসছে পাখির কাকলি।

একি!

পায়ের কাছে ঝুপ করে কি পড়ল ওটা?

সিদ্ধার্থ তাকিয়ে দেখলেন, একটি হাঁস । হাঁসটির একটি পায়ে তীর বিঁধে আছে। সেখান থেকে রক্ত ঝরছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে হাঁসটি।
হাঁসটির দশা দেখে খুবই কষ্ট পেলেন সিদ্ধার্থ। জীবের এই কষ্টে করুণায় গলে গেল তাঁর মন। তিনি লেগে পড়লেন জীবসেবায়। তিনি হাঁসটির পা থেকে সযত্নে তীরটি খুলে ফেললেন যাতে হাঁসটি বেশি কষ্ট না পায়। তারপর শুরু করলেন হাঁসটির সেবা-শুশ্রূষা।

সারাংশ

যাদের জীবন বা প্রাণ আছে, তাদের জীব বলা হয়। ঈশ্বর শুধু যে জীব ও জগৎ সৃষ্টি করেছেন তা নয়। তিনি জীবের আত্মারূপে জীবের মধ্যে বাস করেন। তাই জীবসেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। মহাপুরুষেরা জীবসেবার অনেক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সিদ্ধার্থ বা গৌতব বুদ্ধের বাল্যকালে জীবসেবার একটি ঘটনা 'জীবসেবা' শীর্ষক বর্তমান পাঠটির বিষয়বস্তু। দেবদত্ত কর্তৃক তীরবিদ্ধ একটি হাঁসের কষ্টে কষ্ট পান এবং তার সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. জীবের মধ্যে আত্মাররূপে কে বাস করেন?
   ক. ঈশ্বর　　খ. বিষ্ণু
   গ. ব্রহ্মা　　ঘ. শিব

২. জীবের মধ্যে ঈশ্বর কিরূপে বাস করেন?
   ক. হৃদয় রূপে　　খ. মন রূপে
   গ. মস্তিষ্ক রূপে　　ঘ. আত্মা রূপে

৩. আমরা কেন জীবের সেবা করব?

ক. জীবের সেবা করলে জীব খুশি হয়
খ. জীবের সেবা করলে নিজের আনন্দ হয়
গ. জীবের সেবা করলে জীব তাকেও সেবা করবে
ঘ. জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়

৪. 'জীবসেবা' উপাখ্যানে জীবসেবার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কে রেখেছেন?

ক. সিদ্ধার্থ	খ. দেবদত্ত
গ. একটি হাঁস	ঘ. পরমার্থ

৫. সিদ্ধার্থের পায়ের কাছে ঝুপ করে কি পড়েছিল?

ক. একটি কবুতর	খ. একটি ময়ূর
গ. একটি হাঁস	ঘ. একটি কাক

৬. হাঁসটির পায়ে কি হয়েছিল?

ক. একটি তীর বিঁধেছিল	খ. একটি নূপুর বাঁধা ছিল
গ. একটি ঘুঙুর বাঁধা ছিল	ঘ. একটি পা খোঁড়া হয়ে গিয়েছিল

৭. সিদ্ধার্থ কার বাল্যনাম ছিল?

ক. চৈতন্যদেবের	খ. শঙ্কারাচার্যের
গ. গৌতমবুদ্ধের	ঘ. শ্রীকৃষ্ণের

পাঠ-২ জীবসেবা-২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তীরবিদ্ধ হাঁস নিয়ে সিদ্ধার্থ ও দেবদত্তের কাহিনীর বাকি অংশ বলতে পারবেন।
- জীবসেবার আদর্শের পরিচয় দিতে পারবেন।
- সিদ্ধার্থের চরিত্র ও মহত্ত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

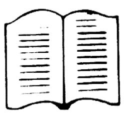

সিদ্ধার্থ যেখানে বসে হাঁসটির শুশ্রূষা করছিলেন, সেখানে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলেন দেবদত্ত। এই দেবদত্ত ছিলেন সিদ্ধার্থের খেলার সাথী। দেবদত্ত এসে বললেন, – এই যে সিদ্ধার্থ, হাঁসটি দেখছি তোমার কাছে। আমিই হাঁসটিকে তীরবিদ্ধ করেছি। শিকার শিকারীরই প্রাপ্য। তাই হাঁসটি আমার। আমার হাঁস আমাকে দিয়ে দাও।

"সিদ্ধার্থের জীবসেবার আদর্শ দেখে মুগ্ধ হলেন দেবদত্ত"

উত্তরে সিদ্ধার্থ বললেন,

- দেবদত্ত, হাঁসটি তোমাকে আমি দেব না।
- কেন, আমার হাঁস, আমাকে দেবেনা কেন?
- তুমি হাঁসটিকে তীরবিদ্ধ করে অন্যায় করেছ দেবদত্ত। তোমাকে আঘাত করলে যেমন তুমি কষ্ট পাও, তেমনি তোমার আঘাতে অন্য জীবও কষ্ট পায়। হাঁসটি তোমার তীরে আহত হয়ে কি কষ্ট পাচ্ছে, দেখ। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, ওর শুশ্রূষা করে ওর কষ্ট দূর করার চেষ্টা করা।

দেবদত্ত রেগে গেলেন। বললেন-

– সিদ্ধার্থ, ওসব কথা শুনতে আমি আসি নি। শিকার করেছি, শিকার খুঁজে পেয়েছি। আমার শিকার আমি নিয়ে যাব, ব্যাস।'

শান্ত, ধীর ও গম্ভীর কণ্ঠে সিদ্ধার্থ বললেন-

– রাগ করো না, দেবদত্ত। নিজের কষ্টের কথা ভেবে অন্যের কষ্ট বোঝার চেষ্টা কর। এ হাঁসটিরও প্রাণ আছে। সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। তুমি যেমন তোমার জীবনকে ভালবাস, হাঁসটিও তার জীবনকে তেমনি ভালবাসে। জীবন বিনাশ না করে জীবন রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

দেবদত্ত একটু নরম হলেন।
সিদ্ধার্থ বলে যেতে লাগলেন-

– হাঁসটি তোমার হাতে দিয়ে তাকে আমি মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারি না । তুমি এর পরিবর্তে যা চাইবে, আমি তাই দেব। বল, তুমি কি চাও?

আহত হাঁসটির জীবনের জন্য সিদ্ধার্থের মমতা দেখে মুগ্ধ হলেন দেবদত্ত। সিদ্ধার্থের জীবসেবার আদর্শ তাঁর হৃদয়কেও স্পর্শ করল।

সিদ্ধার্থ হাঁসটিকে সুস্থ করে আকাশে উড়িয়ে দিলেন। আর দেবদত্ত সিদ্ধার্থের প্রশান্ত মুখের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সারাংশ

সিদ্ধার্থ যেখানে বসে আহত হাঁসটির শুশ্রূষা করছিলেন, সেখানে এলেন দেবদত্ত। তিনিই হাঁসটিকে তীর বিদ্ধ করেছিলেন। তিনি এসে তাঁর শিকার নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হলেন না। কারণ জীব হত্যা পাপ। জীবকে রক্ষা করা কর্তব্য। হাঁসটির পরিবর্তে দেবদত্তকে তিনি যা ইচ্ছা তাই চেয়ে নিতে বললেন। সিদ্ধার্থের জীবসেবার আদর্শ দেখে মুগ্ধ হলেন দেবদত্ত। সিদ্ধান্ত হাঁসটিকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করে আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. সিদ্ধার্থের কাছ থেকে কে হাঁসটিকে নিতে এলেন?
   - ক. হরদত্ত
   - খ. চারুদত্ত
   - গ. দেবদত্ত
   - ঘ. হরিদত্ত

২. দেবদত্ত কে ছিলেন?
   - ক. রাজা
   - খ. সেনাপতি
   - গ. মন্ত্রীপুত্র
   - ঘ. সিদ্ধার্থের খেলার সাথী

৩. 'নিজের কষ্টের কথা ভেবে অন্যের কষ্ট বোঝার চেষ্টা কর।' – কথাটি কে বলেছিলেন?
   - ক. সিদ্ধার্থ
   - খ. দেবদত্ত
   - গ. শিবদত্ত
   - ঘ. শুদ্ধোদন

৪. আহত হাঁসটির জন্য সিদ্ধার্থের কি দেখে দেবদত্ত মুগ্ধ হলেন?
   - ক. লোভ
   - খ. মমতা
   - গ. কান্না
   - ঘ. উদাসীনতা

৫. হাঁসটি সুস্থ করে তুলে কি করলেন সিদ্ধার্থ?
   - ক. দেবদত্তকে দিয়ে দিলেন
   - খ. নিজের কাছে রেখে দিলেন
   - গ. বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করলেন
   - ঘ. আকাশে উড়িয়ে দিলেন

পাঠ-৩ জীবোদ্ধার-১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবোদ্ধার কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- 'জীবোদ্ধার' উপাখ্যানটির প্রদত্ত অংশটুকু বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

পাঁচশ বছর আগের কথা।

সে সময়ে জাতিভেদ, বর্ণভেদ আমাদের সমাজে বিভেদের দেয়াল তুলে দিয়েছিল। মানুষে মানুষে বৈষম্যে সমাজ ও জীবনে দুঃখ-গ্লানি দেখা দিয়েছিল। অর্থের অহঙ্কার, ক্ষমতার দম্ভ অনেক মানুষকে অনেক নিচে নামিয়ে ফেলেছিল। ধর্মের নামে অনাচার এবং কুসংস্কারে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল।

সেই সময়ে নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি বিভেদ-বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও সহজ করে দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ ছিলেন এ সকল কাজে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম প্রধান সহচর।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু ও ভক্ত হরিদাসকে ডেকে বললেন,

— জীবের উদ্ধারের জন্য তোমরা ঘরে ঘরে গিয়ে হরিনাম প্রচার কর। কৃষ্ণ নামকীর্তন কর।

'প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া এই কর ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ বল, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।'

শ্রীচৈতন্যের উপদেশ অনুসারে নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপের পাড়ায়-পাড়ায় কৃষ্ণ নাম গান করেন। সকলকে কৃষ্ণ নামের কথা বলেন, কৃষ্ণ ভজনের পরামর্শ দেন। কেউ আনন্দিত হয়ে নামপ্রচারে উৎসাহ দেয়, আবার কেউ পাগল বলে তাদের তাড়া করে।

সে সময় নবদ্বীপে বাস করত দু-ভাই। জগাই আর মাধাই। তারা ছিল স্থানীয় কাজীর কর্মচারী। শাসকদের সাথে সংযুক্ত ছিল বলে জগাই-মাধাইয়ের ক্ষমতার প্রচণ্ড অহংকার ছিল। ক্ষমতাশালী বলে কেউ তাদের কিছু করতে পারবে না–এই ছিল তাদের ধারণা। তারা মদ খেয়ে নেশা করত। মানুষের ওপর নানা রকম অত্যাচার করে বেড়াত। যদি কেউ তাদের বাধা দিত, তাহলে ওরা তাদের মার-ধর করত। এমনকি বাড়ি-ঘর পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিত। তাদের অত্যাচার আর সন্ত্রাসে নবদ্বীপের সাধারণ লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

এই জগাই-মাধাইয়ের কথা শুনে নিত্যানন্দের প্রাণ কেঁদে উঠল। তিনি হরিদাসকে বললেন,

— হরিনাম দিয়ে, মমতা দিয়ে এদের উদ্ধার করতে হবে।

— হরিদাস নিত্যানন্দের কথা সমর্থন করলেন। জগাই-মাধাইয়ের কাছাকাছি গিয়ে তাঁরা কীর্তন শুরু করলেন-

"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ নাম।"

— কে, রে, আমাদের কানের কাছে হরিনাম করে? কৃষ্ণনাম করে?

জগাই জিজ্ঞেস করল মাধাইকে।

মাধাই বলল—

— কি জানি?

প্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাস তখনও গভীর ভাবের আবেগে গেয়ে চলেছেন —

'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ নাম।'

এ কথা শোনামাত্র জগাই-মাধাই দুভাই ক্ষেপে গিয়ে নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে তাড়া করল নিত্যানন্দ আর হরিদাস তখন দৌড়ে গেলেন শ্রীগৌরাঙ্গের আবাসস্থলে। জগাই-মাধাই সেদিনের মত ফিরে গেল।

সারাংশ

পাঁচশ বছর আগের কথা। হিন্দু সমাজের সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ (শ্রীচৈতন্য) মহাপ্রভু। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ অনুসারে নিত্যানন্দ প্রভু ও ভক্ত হরিদাস ঘরে ঘরে গিয়ে হরিনাম প্রচার করতে থাকেন। নবদ্বীপের দুই রাজকর্মচারী জগাই-মাধাই। তারা ছিল অত্যাচারী। এই দুই পাপী জীবকে উদ্ধারের সংকল্প নিয়ে নিত্যানন্দ আর হরিদাস তাদের হরিনাম—কৃষ্ণনাম শোনাতে থাকেন। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঁদের তাড়া করে। তখন নিত্যানন্দ আর হরিদাস দৌড়ে আত্মরক্ষা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কে বিভেদের দেয়াল তুলে দিয়েছিল?
   ক. জগাই-মাধাই — খ. পাপী জীব
   গ. জাতিভেদ-বর্ণভেদ — ঘ. হরিদাস

২. কে নিত্যানন্দ প্রভু আর ভক্ত হরিদাসকে হরিনাম প্রচার করতে বলেছিলেন?
   ক. শ্রীরামচন্দ্র — খ. শ্রীকৃষ্ণ
   গ. শ্রীধর — ঘ. শ্রীগৌরাঙ্গ

৩. শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম সহচর কে ছিলেন?
   ক. ভরত — খ. জগাই
   গ. নিত্যানন্দ — ঘ. মাধাই

৪. কাদের অত্যাচারে নবদ্বীপের সাধারণ লোকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল?
   ক. জগাই-মাধাইয়ের — খ. সৈন্যদের
   গ. মহাজনদের — ঘ. চোর-ডাকাতের

৫. কে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করতে চাইলেন?
   ক. শ্রীচেতন্য — খ. নিত্যানন্দ
   গ. শ্রীনিবাস — ঘ. গদাধর

পাঠ-৪ জীবোদ্ধার-২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবোদ্ধার উপাখ্যানটির শেষ অংশ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিত্যানন্দ প্রভুর জীবের প্রতি যে মমতা ছিল তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।
- আমরা পাপকে ঘৃণা করব, পাপীকে নয়- এ কথাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

প্রভু নিত্যানন্দ আর হরিদাম গিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে সব বললেন কৃষ্ণ ভক্তদের এ দুর্দশার কথা শুনে খুবই কষ্ট পেলেন শ্রীগৌরাঙ্গ।

তিনি বললেন,

— দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। সুতরাং যারা দুষ্ট, তাঁদের শাস্তি দিতে হবে।

প্রভু নিত্যানন্দ বললেন

— না প্রভু, শাস্তি নয়। ওরা পাপী জীব। ওদের উদ্ধার করতে হবে।

এরপর একদিন সন্ধ্যার পর নিত্যানন্দ হরিনাম করতে করতে ফিরছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর গৃহের দিকে।

জগাই-মাধাই পথে তাঁকে ধরে ফেলল। নিত্যানন্দের মুখে হরিনাম শুনে জগাই-মাধাই খুব ক্ষেপে গিয়েছিল। তারা নিত্যানন্দ প্রভুকে কটু কথা বলতে লাগল। কিন্তু জীবের এই ধর্মবিমুখতা দেখে, নির্দয় আচরণ দেখে, নিত্যানন্দ প্রভু চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি তাদের ধর্মের পথে চলতে বললেন। আবারও তাদের হরিনাম করতে বললেন—

'মেরেছিস, বেশ করেছিস, তবু মুখে হরি বল, ভাই।'

নিত্যানন্দ প্রভু হরিনাম বলতে বলায় মাধাই আরও রেগে গেল। সে নিত্যানন্দ প্রভুকে কলসির কানা দিয়ে আঘাত করল। কপাল কেটে ক্ষত স্থান থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। তবু তিনি জগাই-মাধাইকে হরিনাম করতে বললেন। তখন মাধাই আবার নিত্যানন্দ প্রভুকে মারতে উদ্যত হল। তখন জগাই তাকে বাধা দিয়ে বলল—

— আঃ মাধাই, করছিস কি? হাজার হলেও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীকে কি মারতে আছে? তুই বড় নিষ্ঠুর রে!

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ এ সংবাদ পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন। সঙ্গে এলেন তার কয়েকজন শিষ্য। নিত্যানন্দের রক্তাক্ত অবস্থা দেখে তিনি মাধাইয়ের ওপর খুব ক্রুদ্ধ হলেন। নিত্যানন্দ তাঁকে থামালেন। তিনি বললেন—

— আমরা পাপকে ঘৃণা করব, পাপীকে নয়। পাপী-তাপীদের উদ্ধার করাই যে আমাদের ব্রত, প্রভু। আমার কপালে সামান্য আঘাত লেগেছে, ও নিয়ে তুমি কোন চিন্তা করো না। তাছাড়া জগাই আমাকে মারেনি। ও বরং মাধাইকে থামিয়েছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ বললেন,

— জগাইকে আমি ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু মাধাই তো নিত্যানন্দের কাছে অপরাধী। আমার ভক্তকে যারা কষ্ট দেয়, আমি তাদের ক্ষমা করতে পারি না।

"মেরেছিস, বেশ করেছিস, তবুও মুখে হরি' বল, ভাই।"

তখন নিত্যানন্দ তাঁকে বললেন,

— প্রভু, দুষ্ট জীব বধ করলে তুমি উদ্ধার করবে কাকে? আমি মাধাইকে ক্ষমা করলাম। আরও বলছি, আমি যদি কোন জন্মে কোন সৎকর্ম করে থাকি, তার পুণ্যফল আমি মাধাইকে দিলাম। তুমি অনুতপ্ত মাধাইকে চরণে স্থান দাও।

প্রেম ও করুণার আবেগে গদগদ ও মধুর নিত্যানন্দ প্রভুর কণ্ঠস্বর। তিনি মাধাইকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুও জগাইকে আলিঙ্গন করলেন।

অপরাধী জগাই-মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা পেয়ে নতুন মানুষ হয়ে গেলেন। প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে নাম জপ করেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলার সময় ভক্তির আবেগে তাঁদের চোখ থেকে ঝরে পড়ে অশ্রুধারা। সাধক হয়ে গেলেন জগাই-মাধাই।

নিত্যানন্দ প্রভুর জীবোদ্ধারের এই উপাখ্যান ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। এ উপাখ্যান থেকে আমরা শিখি : পাপকে ঘৃণা করব, পাপীকে নয়। আমরা জানতে পারি, নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও মহাপুরুষেরা পাপী-তাপী জীবদের উদ্ধার করেন।

সারাংশ

হরিনাম করতে বলায় মাধাই আবার নিত্যানন্দ প্রভুকে মারতে উদ্যত হল। জগাই তাকে থামাল। এ-কথা শুনে শ্রীগৌরাঙ্গ শিষ্যগণসহ মহাপ্রভু ছুটে এলেন। নিত্যানন্দকে রক্তাক্ত দেখে তিনি মাধাইয়ের ওপর খুব রেগে গেলেন। নিত্যানন্দ তাঁকে থামালেন। তিনি বললেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ যদি দুষ্ট জীবদের বধ করেন, তা হলে উদ্ধার করবেন কাকে। তিনি মাধাইকে ক্ষমা করে দিলেন। অপরাধী জগাই-মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা পেয়ে সাধকে পরিণত হল।

এ উপাখ্যান থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পাপকে ঘৃণা করব, পাপীকে নয় এবং মহাপুরুষেরা বিপন্ন হয়েও পাপী-তাপী জীবদের উদ্ধার করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. নিত্যানন্দ হরিনাম করতে বলায় কে রেগে গেল?
   ক. শ্রীগৌরাঙ্গ   খ. হরিদাস
   গ. মাধাই   ঘ. জগাই

২. নিত্যানন্দকে শ্রীগৌরাঙ্গ কি অবস্থায় দেখেছিলেন?
   ক. বন্দি অবস্থায়   খ. ক্রুদ্ধ অবস্থায়
   গ. অজ্ঞান অবস্থায়   ঘ. রক্তাক্ত অবস্থায়

৩. 'প্রভু, দুষ্ট জীব বধ করলে তুমি উদ্ধার করবে কাকে?' - কথাটি কে বলেছিলেন?
   ক. নিত্যানন্দ প্রভু   খ. হরিদাস
   গ. গদাধর   ঘ. জগাই

৪. জগাই-মাধাই কি হয়ে গেলেন?
   ক. রাজা   খ. মন্ত্রী
   গ. সেনাপতি   ঘ. সাধক

৫. আমরা কাকে ঘৃণা করব?
   ক. পাপীকে   খ. পাপকে
   গ. দস্যুকে   ঘ. চোরকে

পাঠ-৫ পরহিতে আত্মত্যাগ-১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ‘পরহিতে আত্মত্যাগ’ - এই উপাখ্যানটির প্রদত্ত অংশটুকু নিজে বর্ণনা করতে পারবেন।
- দধীচি মুনির পরিচয় দিতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

পুরাকালে দধীচি নামে এক মুনি ছিলেন। তিনি থাকতেন নৈমিষারণ্যে। সাধক ও সাধনার জন্য আমাদের প্রাচীনকালের ইতিহাসে নৈমিষারণ্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

দধীচি ছিলেন শিবের উপাসক। তিনি ছিলেন কঠোর তপস্বী। বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ করে তিনি অসাধারণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

বলিষ্ঠ ও সুন্দর ছিল তাঁর চেহারা। সাধনা বা আরাধনার প্রতি তাঁর বিশেষ যত্ন ছিল। সাধনার যাতে বিঘ্ন না ঘটে, সে জন্য তিনি নির্জনতা পছন্দ করতেন। তাই তিনি নির্জন স্থানে কুটীর নির্মাণ করে বাস করতেন।

হিন্দু ধর্মের মূল কথা হল জগতের কল্যাণ ও মোক্ষ বা নিজের মুক্তি। দধীচি মুনি নিজের মুক্তির জন্য নির্জনে আরাধনা করতেন। অন্য দিকে জগতের কল্যাণের প্রতি, জীবের সেবার প্রতি ছিল তাঁর সজাগ দৃষ্টি। পরহিতে বা অপরের মঙ্গলের জন্যে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। পরহিতে তিনি চরম আত্মত্যাগ করেছিলেন- নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পরহিতে দধীচির সেই আত্মত্যাগের উপাখ্যানটি বলছি।

দধীচি যেকালে সাধক হিসেবে খ্যাতিমান, সেই সময়ে বৃত্র নামে এক অসুর খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল।

তপস্যায় যারা সন্তুষ্ট করতে পারে, দেবতারা তাদের বর দান করেন। দেবতাদের শত্রু হলেও শিব এই বৃত্র নামক অসুরকে তার সাধনায় তুষ্ট হয়ে বর দান করেছিলেন। বরটি হল, দেবতা বা অসুরদের কোন অস্ত্রের আঘাতে বৃত্রাসুরের মৃত্যু হবে না। প্রায় অমর বর!

শিবের কাছ থেকে এমন বর পেয়ে বৃত্রাসুর দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। নিজ বাহুবলে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল—এই ত্রিভুবনের প্রভু হয়ে বসল। স্বর্গরাজ্য হারিয়ে দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্র মর্ত্যে এসে নানা প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করে বাস করতে লাগলেন।

রাজ্যহারা বা স্বর্গহারা হয়ে দেবতারা কদিন কাটাবেন! কত দিনই বা দুঃখ ভোগ করবেন! উপায় একটা বের করতেই হয়, যাতে করে স্বর্গরাজ্য ফিরে পাওয়া যায়। তাই প্রধান দেবগণ মিলিত হয়ে নিজেদের দুরবস্থার অবসানের জন্য প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। ঠিক হল, শিবের বরেই বৃত্রাসুর দুর্জয় হয়ে উঠেছে, তাই শিবের কাছেই যাওয়া হোক। দেবতাদের সঙ্গে করে দেবরাজ ইন্দ্র তখনই শিবের কাছে গেলেন।

শিব তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। দেবতারা সকলে মিলে শিবের স্তব করতে লাগলেন। ধ্যানভঙ্গ হলে শিব দেখলেন, দেবতারা তাঁর স্তব করছেন। তারপর দেবতাদের আগমনের কারণ শুনে শিব বললেন-

—ঠিক বলেছ। আমার বরেই বৃত্র শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমি তো তাকে অধর্ম করার জন্য বর দিই নি। কিন্তু আমি নিজে তাকে বর দিয়েছি, তাই তাকে বধ করা আমার পক্ষে শোভন হবে না। তোমরা বিষ্ণুলোকে নারায়ণের কাছে যাও। তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

দেবতারা তখন বিষ্ণুলোকের দিকে যাত্রা করলেন। বিষ্ণুলোকে পৌঁছে দেবতারা কাতরভাবে নারায়ণের কাছে শ্রীবিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হলেন নারায়ণ। তিনি আবির্ভূত হলেন দেবতাদের সম্মুখে। জলদগম্ভীর অথচ মধুর কণ্ঠে নারায়ণ বললেন

—তোমাদের বর্তমান অস্ত্র দিয়ে তোমরা বৃত্রাসুরকে বধ করতে পারবে না। শিবের বরে তা ব্যর্থ হবে। তাই বলে বৃত্রাসুর অবধ্য নয়। তোমরা নৈমিষারণ্যে দধীচি মুনির কাছে যাও। তিনি পরোপকারী। তাঁর সাহায্যে তোমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে। দধীচি পরহিতে আত্মত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত নন। তোমরা তাঁর কাছে বর প্রাথনা করবে। তিনি বর দিতে উদ্যত হলে বলবে, ত্রিলোকের হিতের জন্যে আপনি আপনার পবিত্র অস্থি আমাদের দান করুন। সেই অস্থি দিয়ে সুদৃঢ় ও প্রচণ্ড শব্দকারী বজ্র নির্মাণ করবে। সেই বজ্রের আঘাতে নিহত হবে বৃত্রাসুর।

সারাংশ

পুরাকালে নৈমিষারণ্যে দধীচি নামে এক মুনি ছিলেন। পরোপকার ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত।

একবার শিবের বরে বৃত্রাসুর দুর্জয় হয়ে উঠেছিল। শিব তাকে বর দিয়েছিলেন দেবতা ও দানবদের কোন অস্ত্রের আঘাতে তার মৃত্যু হবে না। বৃত্রাসুর ত্রিভুবনের অধীশ্বর হয় এবং দেবতাদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করে।

দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণসহ শিবের কাছে যান। শিব তাদের বিষ্ণুলোকে নারায়ণের কাছে যেতে বলেন। নারায়ণ দেবতাদের পরামর্শ দেন দধীচি মুনির কাছে যেতে। বর হিসেবে দধীচির মুনির কাছ থেকে তাঁর অস্থি চেয়ে নিতে বলেন। দধীচির মুনির অস্ত্র দিয়ে নির্মিত হবে বজ্র। সেই বজ্রের আঘাতে নিহত হবে বৃত্রাসুর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. পরহিতে আত্মত্যাগ উপখ্যানে কে পরোপকারকে ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন?
   ক. বিশ্বমিত্র   খ. দধীচি
   গ. বশিষ্ঠ   ঘ. জমদগ্নি

২. দধীচি কার উপাসক ছিলেন?
   ক. ব্রহ্মার   খ. শিবের
   গ. বিষ্ণুর   ঘ. কালীর

৩. শিব কাকে বর দিয়েছিলেন?
   ক. মহিষাসুরকে   খ. অঘাসুরকে
   গ. বৃষাসুরকে   ঘ. বৃত্রাসুরকে

৪. শিব বৃত্রাসুরকে কি বর দিয়েছিলেন?
   ক. দেবতা ও দানবদের কোন অস্ত্রের আঘাতে তার মৃত্যু হবে না
   খ. সে অমর হবে
   গ. সে এক বছর না খেয়ে থাকতে পারবে
   ঘ. সে অনেক ধন-সম্পদের অধিকারী হবে

৫. নারায়ণ দেবতাদের কি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করতে বললেন?
   ক. হাতির দাঁত দিয়ে   খ. স্বর্ণ দিয়ে
   গ. দধীচির অস্থি দিয়ে   ঘ. বিশ্বামিত্রের অস্থি দিয়ে

পাঠ-৬ পরহিতে আত্মত্যাগ-২

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ‘পরহিতে আত্মত্যাগ’ – উপাখ্যানটির পাঠ ৩-এ প্রদত্ত অংশটুকু বর্ণনা করতে পারবেন।
- দেবতারা কিভাবে স্বর্গরাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন, তা বলতে পারবেন।
- দধীচি মুনির চরিত্র বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শ্রীনারায়ণের পরামর্শে দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে দধীচি মুনির আশ্রমে গেলেন। দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখে দধীচি মুনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি তাঁদের পরম আদরে অভ্যর্থনা করলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র দধীচি মুনির কাছে তাদের আগমনের কারণ জানাতে গিয়ে বললেন

–হে মুনিবর, আপনি হয়তো শুনেছেন, শিবের বরে শক্তিশালী হয়ে বৃত্র নামক এক অসুর অত্যাচারী হয়ে উঠেছে। সে স্বর্গরাজ্য অধিকার করে নিয়েছে। স্বর্গবাসী দেবতাদের সেখান থেকে সে বিতাড়িত করেছে। কিভাবে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করা যায়, তার পরামর্শের জন্য আমরা বিষ্ণুলোকে শ্রীনারায়ণের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। একমাত্র আপনি পারেন বৃত্রবধের উপায় করে দিতে–

একথা বলতে বলতে দেবরাজ ইন্দ্র হঠাৎ থেমে গেলেন । তিনি এমন সিদ্ধ পুরুষকে তাঁর অস্থি দান করতে কিভাবে বলবেন– একথা ভেবে ইতস্তত করছিলেন।

দধীচি মুনি তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে দেবরাজ ইন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন,

–থামলেন কেন, দেবরাজ? বলুন, বলুন এই দীন ভক্তের প্রতি প্রভু নারায়ণের কি নির্দেশ?

মাথা নত করে সসংকোচে দেবরাজ ইন্দ্র বললেন

–হে মুনিবর, শিবের বরে বৃত্র প্রচলিত কোন অস্ত্রেই বধ্য নয়। নারায়ণ বলেছেন, আপনার পবিত্র অস্থি দিয়ে যদি বজ্র নামক অস্ত্র নির্মাণ করা যায়, তবে তা দিয়ে বৃত্রাসুরকে বধ করা সম্ভব হবে। সুতরাং আমাদের পরিত্রাণের উপায় একমাত্র আপনার হাতে।

পরোপকার দধীচি মুনির ব্রত। তিনি বিনা দ্বিধায় বলতে লাগলেন,

– হে দেবরাজ আমার জীবনের বিনিময়ে যদি আপনাদের কোন উপকার করতে পারি তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। এই নশ্বর দেহ একদিন তো বিনষ্ট হবেই। কোন মহৎ কার্যে যদি এর বিনাশ হয় তবে তা হবে আনন্দের। আমার প্রতি প্রভু নারায়ণের অসীম অনুগ্রহ। তাই তিনি আমার কাছে আপনাদের পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদের মঙ্গলের জন্য দেহত্যাগ করছি। আপনারা বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করুন।

দধীচি মুনি দেবতাদের সামনে যোগবলে দেহত্যাগ করলেন, দেবগণ দধীচির আত্মত্যাগে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

পরহিতে আত্মত্যাগ করছিলেন দধীচি মুনি। আমরাও প্রয়োজনবোধে পরহিতে আত্মত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করব না। দধীচি মুনির এ উপাখ্যান সে শিক্ষাই দেয়।

সারাংশ

দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণসহ দধীচির মুনির কাছে এলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সসংকোচে দধীচিকে নারায়ণের পরামর্শের কথা জানালেন। দধীচি সানন্দে রাজি হলেন। আত্মত্যাগ করে পরহিতে

আত্মত্যাগের এক অমর দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে কার আশ্রমে গেলেন?
ক. বিশ্বামিত্রের আশ্রমে খ. কণ্ব মুনির আশ্রমে
গ. দধীচি মুনির আশ্রমে ঘ. কপিল মুনির আশ্রমে

২. 'একমাত্র আপনিই পারেন বৃত্রবধের উপায় করে দিতে।' – কথাটি কে বলেছিলেন?
ক. নারায়ণ খ. দেবরাজ ইন্দ্র
গ. শিব ঘ. দধীচি

৩. কি দিয়ে বজ্র নির্মাণ করা হবে বলে ইন্দ্র জানিয়েছিলেন?
ক. দধীচির অস্থি দিয়ে খ. দামী হীরা দিয়ে
গ. শাল কাঠ দিয়ে ঘ. কঠিন ইস্পাত দিয়ে

৪. দধীচির অস্থি দিয়ে কি বানানো হয়েছিল?
ক. ধনুক খ. খড়্গ
গ. বল্লম ঘ. বজ্র

৫. দধীচি কেন আত্মত্যাগ করেছিলেন?
ক. সুনামের জন্যে খ. নারায়ণের পরামর্শে
গ. পরহিতে ঘ. পিতৃসত্য পালনের জন্যে

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. 'জীবসেবা' উপাখ্যানটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন।
[পাঠ-১ ও পাঠ-২ মিলিয়ে লিখুন]
২. সিদ্ধার্থের চরিত্র বর্ণনা করুন। [পাঠ-১ ও পাঠ-২ অবলম্বনে লিখুন]
৩. 'জীবোদ্ধার' শীর্ষক উপাখ্যানটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
[পাঠ-৩ ও পাঠ-৪ অবলম্বনে লিখুন]
৪. নিত্যানন্দ প্রভু কাদের ও কেন উদ্ধার করেছিলেন?
[পাঠ-৩ ও পাঠ-৪ থেকে তথ্য নিয়ে লিখুন]
৫. 'পরহিতে আত্মত্যাগ' নামক উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।
[পাঠ- ৫ ও পাঠ-৬ মিলিয়ে লিখুন]
৬. দধীচির চরিত্র নিজের ভাষায় লিখুন। [পাঠ-৫ ও পাঠ-৬ থেকে লিখুন]
৭. **সংক্ষেপে উত্তর দিন :**
ক. জীবের সেবা করলে কিভাবে ঈশ্বরের সেবা করা হয়, বুঝিয়ে লিখুন।
[পাঠ - ১ দেখুন]
খ. দেবদত্ত হাঁসটি নিতে আসলে সিদ্ধার্থ হাঁসটি ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না কেন?
[পাঠ - ২ দেখুন]

গ. জীবোদ্ধার বলতে কি বোঝায়? [পাঠ - ২ দেখুন]
ঘ. জগাই-মাধাই কেমন চরিত্রের লোক ছিল? [পাঠ - ৩ দেখুন]
ঙ. ‘আমরা পাপকে ঘৃণা করব পাপীকে নয়।’ — কথাটি ব্যাখ্যা করুন। [পাঠ - ৪ দেখুন]
চ. দেবতারা বৃত্রাসুরকে বধ করতে পারছিলেন না কেন? [পাঠ - ৫ দেখুন]
ছ. ইন্দ্র কার সাহায্যে এবং কিভাবে বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন? [পাঠ - ৬ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.১
১. ক ; ২. ঘ ; ৩. ঘ ; ৪. ক ; ৫. ক ; ৬. ক ; ৭. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.২
১. গ ; ২. ঘ ; ৩. ক ; ৪. খ ; ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৩
১. গ ; ২. ঘ ; ৩. গ ; ৪. ক ; ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৪
১. গ ; ২. ঘ ; ৩. ক ; ৪. ঘ ; ৫. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৫
১. খ ; ২. খ ; ৩. ঘ ; ৪. ক ; ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৬
১. গ ; ২. খ ; ৩. ক ; ৪. ঘ ; ৫. গ